একনজরে :		চার্বাক দর্শন ও শিক্ষা
সাধারণ তথ্য	মূল প্রবক্তা	বৃহস্পতি
	অন্যান্য প্রবক্তা	অজিৎ, কেশ কম্বালিন
	আরম্ভকাল	550 খ্রিস্টপূর্বাব্দ, অনেকের মতে 600 খ্রিস্টপূর্বাব্দ
	গুরুত্ব প্রদান	বর্তমান সময়, জড় জগৎ এবং আত্মসুখ
	দার্শনিক ধরন	নাস্তিক দর্শন
	উৎস গ্রন্থ	বৃহস্পতির সৃষ্ট বৃহস্পতি সূত্র
শিক্ষাগত তথ্য	শিক্ষার লক্ষ্য	বৌদ্ধিক, শারীরিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ
	পাঠক্রম	বিজ্ঞান, অর্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা, আত্মরক্ষা
	শিক্ষাপদ্ধতি	যুক্তি, বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়জাত পদ্ধতি
	শৃঙ্খলা	মুক্ত শৃঙ্খলা
	শিক্ষার্থী	সার্বিক দিক থেকে মুক্ত ও সৃজনশীল
	শিক্ষক	শিখন পরিবেশের রচনাকার ও জ্ঞান নির্মাণকারী
দার্শনিক তথ্য	অধিবিদ্যা	সৃষ্টির কোনো তত্ত্বেই বিশ্বাসী নয়
	জ্ঞানতত্ত্ব	প্রত্যক্ষণ
	মূল্যবিদ্যা	যে কাজ করলে স্ব-সুখ পাওয়া যায় তা করা উচিত

2.3 বৌদ্ধ দর্শন (Buddhist Philosophy)

"If there is any religion that would cope with modern scientific needs it would be Buddhism."
—Albert Einstein

ঐতিহাসিক মত অনুযায়ী বুদ্ধদেবের জন্ম প্রায় 563 খ্রিস্টপূর্বাব্দে নেপালের লুম্বিনি নামক স্থানে। জন্মসূত্রে শাক্য জাতির গৌতম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে তিনি গৌতম নামে পরিচিত। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ চরম বা সম্যক জ্ঞান। সাধনার মাধ্যমে তিনি বোধি বা চরম জ্ঞান লাভ করেন এবং 'বুদ্ধ' হিসেবে সমাদৃত হয়ে ওঠেন। তাঁর সৃষ্ট দর্শন হল বৌদ্ধ দর্শন।

2.3.1 বৌদ্ধ দর্শনের ধারণা (Concept of Buddhist Philosophy)

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের উদ্ভব। এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেব। প্রচলিত অর্থে বুদ্ধদেব দার্শনিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলত ধর্ম ও নীতিসংস্কারক। বুদ্ধের

উপদেশকে ভিত্তি করেই ধীরে ধীরে এক ধর্ম ও দর্শন গড়ে ওঠে যা বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন নামে খ্যাতিলাভ করে। কালক্রমে এই ধর্ম ও দর্শন ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্বধর্মে পরিণত হয়। বৌদ্ধ দর্শনের মূল গ্রন্থ বলে কিছু নেই। বুদ্ধদেব নিজে কোনো ধর্মগ্রন্থ, দর্শনশাস্ত্র অথবা নীতিশাস্ত্র রচনা করেননি। বুদ্ধের উপদেশ বা বাণীই হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শনের মূল উৎস। তিনি তাঁর সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা জনসাধারণের কাছে পালি ভাষায় মুখোমুখি প্রচার করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বৌদ্ধ দার্শনিক (বসুবন্ধু, নাগার্জুন প্রমুখ) বুদ্ধদেবের উপদেশকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুতপক্ষে পালিভাষায় রচিত তিনটি গ্রন্থই বৌদ্ধ দর্শনের মূল উৎস। এই গ্রন্থ তিনটি হল—বিনয়পিটক (Vinaya Pitaka), সূত্ত পিটক (Sutta Pitaka) ও অভিধম্ম পিটক (Abhidhamma Pitaka)। এই তিনটি গ্রন্থকে একত্রে 'ত্রিপিটক' বলা হয়। বুদ্ধদেবের মতে, জগৎ দুঃখময়। নিছক তত্ত্বালোচনায় মানুষের দুঃখের লাঘব অথবা নিবৃত্তি হয় না। শুধু নৈতিক চরিত্র গঠনের মাধ্যমে দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব— এটাই হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শনের সার কথা।

2.3.2 বৌদ্ধ দর্শনের মূলতত্ত্ব (Main Tenets of Buddhist Philosophy)

বুদ্ধদেব তত্ত্ব আলোচনা যথাসম্ভব পরিহার করে নীতিশাস্ত্রকে গুরুত্ব দিলেও তাঁর নৈতিক উপদেশসমূহের মধ্যে কয়েকটি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বুদ্ধদেবের নৈতিক শিক্ষা মূলত চারটি দার্শনিক তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল এবং বৌদ্ধদর্শন বলতে এই চারটি তত্ত্বের আলোচনাকেই বোঝায়। এই চারটি তত্ত্ব হল—শর্তাধীন কার্যকারণবাদ বা প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব, কর্মবাদ, অনিত্যবাদ বা ক্ষণিকত্ববাদ এবং নৈরাত্মবাদ বা অনাত্মবাদ।

(i) **শর্তাধীন কার্যকারণবাদ বা প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব (Theory of Pratitya Samutpada) :** 'প্রতীত্য' অর্থে কোনো কিছুর অধীন থাকা। 'সমুৎপাদ' শব্দের অর্থ উৎপত্তি। কাজেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বলতে বোঝায় শর্তাধীনভাবে কোনো কিছু উৎপত্তি হওয়া। এই দার্শনিক তত্ত্বের সারকথা হল জগতের সবকিছুই অন্য কিছুর অধীন, সবকিছুই শর্তাধীন এবং শর্তাধীন হওয়ায় অনিত্য। বুদ্ধদেবের মতে কার্যকারণ সম্পর্ক হল পৌর্বাপর্য সম্পর্ক —পূর্ববর্তী ঘটনার কারণ এবং অনুবর্তী ঘটনার কার্য। অর্থাৎ প্রত্যেক ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে উৎপন্ন হয়। আবার পরবর্তী ঘটনাকে উৎপন্ন করে বিলুপ্ত হয়।

ঘটনাপ্রবাহরূপ জগতে সবই শর্তাধীন, কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বৌদ্ধ 'প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব' একাধারে সার্বভৌম কার্যকারণবাদ এবং শর্তসাপেক্ষ কার্যকারণবাদ। প্রতীত্যসমুৎপাদ এক মধ্যপন্থা মতবাদ। এই তত্ত্বের জন্যই বুদ্ধদেব সব ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন

করেছেন। এই তত্ত্ব 'স্বভাববাদ ও যদৃচ্ছাবাদ' এবং 'শাশ্বতবাদ' ও 'নাস্তিত্ববাদ' নামক দুটি চরমপন্থী মতবাদের মধ্যপন্থী মতবাদ। বুদ্ধের দ্বিতীয় আর্যসত্যটি এই প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল। বুদ্ধের দর্শনে এই তত্ত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অপরাপর দার্শনিক তত্ত্বগুলি এই মূল তত্ত্ব থেকে যুক্তিসম্মতভাবে অনুসৃত হয়েছে। বুদ্ধদেব নিজেই এই তত্ত্বকে ধর্ম বা নীতি বলেছেন। বুদ্ধদেবের চারটি আর্যসত্য, কর্মবাদ, অনিত্যবাদ, অনাত্মবাদ এই মূল তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল।

(ii) **কর্মবাদ (Karmabada) :** বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব থেকে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ সূচিত হয়। কর্মবাদ অনুসারে মানুষ মাত্রই তার কৃতকর্মের জন্য ফল ভোগ করে। বৌদ্ধ মতে, পূর্বজীবনের কর্মফলের দ্বারা বর্তমান জীবন এবং বর্তমান জীবনের কর্মফলের দ্বারা পরবর্তী জীবন নির্ধারিত হয়। কার্যকারণ পরম্পরায় পূর্বজীবন, বর্তমানজীবন এবং পরজন্মের মধ্যে এক গভীর যোগসূত্র আছে এবং সেই যোগসূত্রের মূলে হল কর্মফল। কর্ম ও কর্মফল চার প্রকার হতে পারে—ভালো কর্মের ভালো ফল, মন্দ কর্মের মন্দ ফল, আংশিক ভালো ও আংশিক মন্দ কর্মের আংশিক ভালো-মন্দ ফল এবং ভালো নয়, মন্দও নয়, এমন কর্মের কোনো ফল পাওয়া যায় না। প্রথম তিনপ্রকার কর্ম হল সকাম। সকাম কর্ম করলে ফলভোগ করতে হয়। চতুর্থ প্রকার কর্ম নিষ্কাম যার ফলভোগ করতে হয় না। বৌদ্ধ মতে কায়-মন-বাক্যে অহিংসা কর্মই একমাত্র সৎকর্ম। মানুষের জীবনে কর্মবাদ বা কর্মনিয়োগ অলঙ্ঘনীয়। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফলভোগ করবে। এই কর্মনিয়ম বৌদ্ধ মতে স্বশাসিত ও স্বয়ং পরিচালিত। কর্মনিয়ম নিঃশর্ত নয়, শর্তসাপেক্ষ। বাসনাযুক্ত কর্ম হল কর্ম নিয়মের অধীন; বাসনা শূন্য কর্মের ক্ষেত্রে কর্মনিয়মের প্রয়োগ নেই। জীবের বন্ধন ও বন্ধনমুক্তি জীবের উপরেই নির্ভর করে—একথাই বুদ্ধদেব কর্মবাদের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন। আসক্তিযুক্ত সকাম কর্মই হচ্ছে বন্ধন বা জন্মান্তরের মূল কারণ। অপরদিকে নিষ্কাম কর্ম নির্বাণের পথ প্রশস্ত করে।

(iii) **অনিত্যবাদ (Anityabada) :** বুদ্ধদেবের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব থেকে সূচিত হয় অনিত্যবাদ। প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব অনুসারে জগতের সবকিছুই শর্তাধীন, কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। জগতের সবকিছুই অস্থায়ী, অনিত্য। সকল কিছুর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ আছে। একটি ঘটনা অল্পকালের জন্য আবির্ভূত হয় এবং কার্যকে উৎপন্ন করা মাত্র বিলুপ্ত হয়। প্রতি সময়ের বস্তু ও ঘটনা হল নতুন, কোনো কিছুরই পুনরাবৃত্তি হয় না। জগত বা সংসার হল অবিরত পরিবর্তনের একটি প্রবাহ মাত্র। 'সর্বং অনিত্যম'—পরিবর্তনই একমাত্র সত্য। বুদ্ধের মতে এই পরিবর্তন

হচ্ছে বস্তুর স্বদ্‌পগত। বুদ্ধদেবের এই মতবাদ 'শাশ্বতবাদ' (Eternalism) ও নাস্তিত্ববাদের মধ্যবর্তী মতবাদ। শাশ্বতবাদ বা সত্তাবাদ অনুসারে স্থির দ্রব্য ও সত্তা আছে। নাস্তিত্ববাদ বা অসত্তাবাদ অনুসারে দ্রব্য বা সত্তা বলে কিছুই নেই। বুদ্ধদেবের মধ্যবর্তী অনিত্যবাদ অনুসারে স্থির দ্রব্য বলে কিছু নেই, আবার এমন নয় যে কিছুই নেই। সত্তা ও অসত্তার মধ্যবর্তী পরিবর্তন আছে। বুদ্ধের মতে প্রত্যেক সৎ বস্তুই অল্প সময় অবস্থান করে। অপর এক সদৃশ বস্তুকে উৎপন্ন করে বিনষ্ট হয়। তাই বুদ্ধদেব কেবল স্থির দ্রব্যকে সত্তা না বলে গতি বা পরিবর্তনকেই সত্তা বলেছেন। নিঃসন্দেহে এই অনিত্যবাদ তত্ত্বের প্রবর্তকরূপে বুদ্ধদেবের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

(iv) **অনাত্মবাদ বা নৈরাত্মবাদ (Anatmabada) :** বুদ্ধদেবের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব থেকে সূচিত হয় অনিত্য এবং অনিত্যবাদ থেকে সূচিত হয় অনাত্মবাদ বা নৈরাত্মবাদ। সাধারণ অর্থে আত্মা বলতে বোঝায় চেতন দ্রব্যকে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা শব্দটি ব্যাপক অর্থে স্থায়ী দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধ অনাত্মবাদের মূলকথা হল বাহ্যজগতে অথবা মনোজগতে প্রত্যক্ষগোচর পরিবর্তনশীল অবস্থাসমূহের ধারকরূপে কোনো স্থায়ী দ্রব্য বা আত্মা নেই। বৌদ্ধ অনাত্মবাদ এক মধ্যপন্থী মতবাদ, কারণ অনাত্মবাদ উপনিষদিয় আত্মতত্ত্ব ও চার্বাক দেহাত্মবাদের মধ্যবর্তী মতবাদ। বুদ্ধ মতে আত্মা যেমন বিশুদ্ধ চেতনা নয় তেমনি আবার বিশুদ্ধ দেহও নয়। আত্মা হল দেহমনের সংগঠন বা সংঘাত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উপনিষদের ধারণা অনুযায়ী আত্মা হল চৈতন্যবিশিষ্ট আধ্যাত্মিক দ্রব্য এবং চার্বাক মতবাদ অনুযায়ী চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই হল আত্মা। বৌদ্ধ অনাত্মবাদ তৎকালীন দুটি চরমপন্থী মতবাদের মধ্যবর্তী শাশ্বতবাদ ও নাস্তিত্ববাদ। শাশ্বতবাদ অনুসারে সত্তা হচ্ছে স্থায়ী, শাশ্বত, নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। স্থায়ী দ্রব্যই সৎ বস্তু। নাস্তিত্ববাদ অনুসারে সত্তা বলে কিছুই নেই, সবই শূন্য বা ফাঁকা। বুদ্ধমতে সত্তা আছে তবে তা স্থায়ী দ্রব্যরূপে নেই, আছে কেবল পরিবর্তনের বা প্রবাহরূপে।

2.3.3 আর্যসত্য চতুষ্টয় (The Four Nobel Truths)

বৌদ্ধ দর্শনের একটি গুরুত্বপর্ণ বিষয় হল চারটি আর্যসত্য। আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধদেব চারটি সার সত্য লাভ করেন। বৌদ্ধ দর্শনে এই চারটি সত্য 'আর্যসত্য চতুষ্টয়' বা 'চারটি আর্যসত্য' নামে পরিচিত। এগুলি হল দুঃখ, দুঃখ সমুদায়, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধ মার্গ। **প্রথম সত্য অনুযায়ী,** জীবনে দুঃখই সত্য। জীবন

দুঃখময়, সর্বং দুঃখম্—এ জগতে অবিরাম সুখ বলে কিছু নেই। সুখ দুঃখ মিশ্রিত। অর্থাৎ সুখ দুঃখেরই ভিন্ন নাম। এই প্রথম মহান সত্যটির দ্বারা বুদ্ধদেব এ জগতের রূঢ় বাস্তবতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। **দ্বিতীয় সত্য অনুযায়ী**, এই দুঃখের কারণ আছে। বুদ্ধ মতে পূর্বজীবন বর্তমান জীবনের কারণ তেমনি আবার বর্তমান জীবন পুনর্জন্মের কারণ। অবিদ্যাই হচ্ছে দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যা বলতে বোঝায় চারটি মহান সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা। অবিদ্যাবশত জীবন কার্যকারণ পরম্পরায় জরা-মরণের কবলে পড়ে। দুঃখ থেকে অবিদ্যা পর্যন্ত কার্যকারণ শৃঙ্খলকে বৌদ্ধ দর্শনে 'দ্বাদশ-নিদান' বা 'ভবচক্র' বলা হয়।

বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন মনুষ্যজীবনই দুঃখময়। তিনি আরও উপলব্ধি করেন—এই দুঃখের কারণ আছে। এই কারণগুলির সংখ্যা 12টি। এই কারণগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই কারণ শৃঙ্খলকে বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয় 'দ্বাদশ নিদান'। সেগুলি হল—

- **ভবিষ্যৎ জন্ম :** ① 'দুঃখ' আছে। ② 'জাতি' বা 'পুনর্জন্ম' দুঃখের কারণ। ③ 'ভব' পুনর্জন্মের কারণ। ভব অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করার ব্যাকুলতা।
- **বর্তমান জন্ম :** ④ 'উপাদান' বা বিষয়ের প্রতি আসক্তি যা ব্যাকুলতার কারণ। ⑤ 'তৃষ্ণা' বা ভোগ বাসনা যা 'আসক্তির' কারণ। ⑥ 'বেদনা' বা ইন্দ্রিয় সুখ যা তৃষ্ণার কারণ। ⑦ 'স্পর্শ' বেদনার কারণ। ⑧ ষড়ায়তন বা স্পর্শের কারণ। ⑨ 'নামকরণ' বা দেহমনের সংগঠন যা ষড়ায়তনের কারণ। ⑩ 'বিজ্ঞান' যা নাম রূপের কারণ।
- **পূর্বজন্ম :** ⑪ 'সংস্কার' যা বিজ্ঞানের কারণ। ⑫ 'অবিদ্যা' অর্থাৎ চারটির মহান সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা।

তৃতীয় সত্যটি হল দুঃখের নিবৃত্তি আছে। দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা এবং অবিদ্যা বিনাশে দুঃখের বিনাশ হয়। অবিদ্যা বিনাশে দুঃখ মুক্তির অবস্থাকেই বুদ্ধদেব 'নির্বাণ' বলেছেন। নির্বাণ হল শাশ্বত, আনন্দময়, শান্ত অবস্থা। **চতুর্থ আর্যসত্য** হল দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে। দুঃখ নিবৃতির এই মার্গ বা পথকে বৌদ্ধ দর্শনে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলা হয়েছে। এই আটটি মার্গই মধ্যম পন্থা। এই আটটি 'মার্গ' বা 'পথ' হল—**সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।**

2.3.4 বৌদ্ধ দর্শন ও অধিবিদ্যা (Buddhist Philosophy and Metaphysics)

বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী। বুদ্ধের মতে যা বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত নয় তার আলোচনা সময়ের অপচয়মাত্র। জীবনে দুঃখ হচ্ছে রূঢ় বাস্তব এবং জীবমাত্রেই

দুঃখকষ্টে জর্জরিত। তাই বৌদ্ধ দর্শনের মূল লক্ষ্য হল দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত সংসার আবদ্ধ মানুষের দুঃখের নিবৃত্তি ঘটানো। দুঃখ মুক্তির চেষ্টা না করে তত্ত্বালোচনায় নিমগ্ন হওয়া বুদ্ধদেবের মতে চরম মূর্খতা। সেইজন্য জগতের মূল উপাদান কী? জগৎ কি আদি না অনাদি? নিত্য না অনিত্য? জগৎ কর্তা ঈশ্বর আছেন কী? দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কী? থাকলে তা কী সর্বজনীন/সনাতন? মুক্ত আত্মার স্বরূপ কী? দর্শনের এইসব তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় বুদ্ধদেব আগ্রহী ছিলেন না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান বাস্তবজীবনের সমস্যার সমাধান করতে পারে না, পরমতত্ত্ব হিসেবে বুদ্ধদেব ঈশ্বর ও আত্মাকে অস্বীকার করেছেন। তবে বৌদ্ধদর্শনে কর্মবাদের বিশেষ ভূমিকা আছে।

2.3.5 বৌদ্ধ দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্ব (Buddhist Philosophy and Epistemology)

ভারতীয় দর্শনে যথার্থ জ্ঞানকে 'প্রমা' বলা হয়। আর যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় বা প্রণালীকে প্রমাণ বলা হয়। বৌদ্ধ দর্শনে দুটি প্রমাণ স্বীকৃত—প্রত্যক্ষ ও প্রমাণ। বৌদ্ধ বৈভাষিক দার্শনিকদের মতে বাহ্য জগতকে প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি জানা যায়। এঁদের মতে বাহ্য বস্তুকে আমরা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি, বস্তু সরাসরি আমাদের মনে প্রতিবিম্বিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমাদের বস্তুজ্ঞান হয়। সৌতান্ত্রিক দার্শনিকগণ বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান মানেন না। এঁদের মতে বস্তু জ্ঞান অনুমানলব্ধ। এরা মনে করেন আমরা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানি না, জানি অনুমানের সাহায্যে। সৌতান্ত্রিকদের মতে, আমরা সাক্ষাৎভাবেই মনের ধারণাকে জানি এবং ধারণার মাধ্যমেই আমাদের বস্তুজ্ঞান হয়। মন সরাসরি কেবল ধারণাকেই প্রত্যক্ষ করে।

2.3.6 বৌদ্ধ দর্শন ও মূল্যবিদ্যা (Buddhist Philosophy and Axiology)

বৌদ্ধ দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৌদ্ধ মূল্যবিদ্যা। জগতের অনিত্যবাদ বা ক্ষণিকবাদ, প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে বুদ্ধদেবের মূল্যবিদ্যা গড়ে উঠেছে। বুদ্ধদেবের কাছে মূল্যবিদ্যা হল একটি জীবনযাত্রা প্রণালী এবং একইসঙ্গে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের একটি নৈতিক উপায়। জীবন অনিত্য এবং এই কারণে দুঃখময়। আর এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধদেব তাঁর নীতি দর্শন রচনা করেন। বৌদ্ধ নীতিতত্ত্ব বলতে মূলত চারটি আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বোঝায়।

সাধনার শীর্ষে গিয়ে বুদ্ধদেব চারটি সত্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনে এই চারটি সত্য (Four Noble Truth) 'আর্যসত্য' নামে পরিচিত। এই চারটি সত্যকে বৌদ্ধ দর্শনের সারমর্ম বলা হয়। **প্রথম আর্যসত্যে** বলা হয়েছে জগৎ ও জীবন দুঃখময়। দুঃখের

অনিবার্যতা বৌদ্ধ দর্শনের প্রথম ও প্রধান কথা। **দ্বিতীয় আর্যসত্য** হল সমুদায় বা দুঃখের কারণ। অর্থাৎ জগতে প্রত্যেক বস্তুর কারণ আছে, তেমনি দুঃখেরও কারণ আছে। অজ্ঞতা এই দুঃখের কারণ। এই ধারণা বৌদ্ধ দর্শনে 'দুঃখ সমুদায়' নামে খ্যাত। এটি প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব বা কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধদর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের সাহায্যে দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। **তৃতীয় আর্যসত্য** হল দুঃখ নিরোধ বা দুঃখ নিবৃত্তি। দুঃখের যেমন কারণ আছে তেমনি সেই কারণগুলি দুর করলে দুঃখ নিরোধ সম্ভব। দুঃখ নিরোধ বা দুঃখ নিবৃত্তি হল নির্বাণ। বুদ্ধদেব **চতুর্থ আর্যসত্যে** দুঃখ নিবৃত্তির মার্গ বা পথ নির্দেশ করেছেন। দুঃখ নিবৃত্তির এই পথ আটটি পর্যায়ে বিভক্ত। এই কারণে এই পথ 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে পরিচিত।

বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের ভিত্তি হল এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই আটটি মার্গ হল—**সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি** ও **সম্যক সমাধি**। এই পথ হল মধ্যম পথ। কারণ এখানে অসংযত ভোগবিলাস নেই। আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃচ্ছসাধনও নেই—এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থা।

এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মধ্যম পথই দুঃখ মুক্তির পথ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে যে-কোনো ব্যক্তি এই পথ অনুসরণ করে দুঃখ মুক্তি লাভ করতে পারে। এই মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কৃপাভিক্ষা অর্থহীন। কারণ ঈশ্বর কোনো বাস্তব বিষয় নয়, এই যুক্তির জন্য ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগ বা প্রয়াসের। সব মানুষ সমান শক্তির অধিকারী। প্রত্যেকের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে অনন্ত সূর্য শক্তি, আত্মচেষ্টায় সেই শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। আত্মবিকাশের জন্য ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতের সাহায্য নিষ্প্রোয়জন। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধদেবই বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ধর্ম ও নীতির জগতে সাম্যবাদের প্রচার করেন।

2.3.7 বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে শিক্ষা (Educaltion according to Buddhist Philosophy)

আধুনিক যুগে ও বাস্তব ক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শন সবচেয়ে প্রয়োগধর্মী যা এর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাবের দিককে আরও দৃঢ় করে তুলেছে। ঠিক একই প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে সমানভাবে লক্ষ করা যায়।

(i) **শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of education)** : বৌদ্ধ শিক্ষাদর্শনে যে সমস্ত বিষয়গুলিকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচন বা স্থির করা হয়েছে সেগুলি হল—

(a) শিক্ষা হবে সার্বজনীন (Universal)।

(b) শিক্ষা সর্বদাই সকলের জন্য সমান হবে। অর্থাৎ, সুযোগসুবিধা প্রদানের ব্যাপারে সমতা বজায় থাকবে (Equality of educational opportunity)।

(c) স্বচ্ছ ও নির্মল ব্যক্তিত্বের নির্মাণ হবে।
(d) পার্থিব জীবনে শান্তিলাভ ও জীবনচক্র থেকে মুক্তিলাভ ঘটবে।
(e) অসৎ জীবনযাপন থেকে দূরীকরণের জন্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণ হবে।
(f) জীবনের দুঃখচক্রের কারণ সন্ধান করে দুঃখমুক্তির পথ অনুসরণ করতে হবে।
(g) অবিদ্যার দূরীকরণ করতে হবে।
(h) জীবনকে নৈতিক পূর্ণতা দান করতে হবে।

(ii) **পাঠক্রম (Curriculum)** : বৌদ্ধ দর্শনে পাঠক্রমকে নানারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। লেখা, পড়া এবং গণিত শিক্ষা এই সবগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষায় স্থান দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে বৌদ্ধযুগের নানা পাঠক্রমের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—ইতিহাস, জ্যোতিষ, সংগীত, আয়ুর্বেদ, সংস্কৃত, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও বৌদ্ধ শিক্ষাদর্শন বিজ্ঞান, কলা, বৃত্তিগত শিক্ষা ইত্যাদিরও সমর্থন করে।

(iii) **শিক্ষাপদ্ধতি (Methods of teaching)** : বৌদ্ধ শিক্ষাদর্শনে বহু সংখ্যক শিক্ষাপদ্ধতির খোঁজ মেলে, যার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রদান করা হত। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল বাচনিক পদ্ধতি (Verbal method); যার সঙ্গে বক্তৃতা, শ্রবণ করা, সঞ্চিত জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি যুক্ত।

এ ছাড়াও নীতিপদ্ধতি (Principle method), তুলনা (Comparison), প্রত্যক্ষণ (Perception), অনুমান (Inference) ও 'Monitorial' বা 'সর্দার পড়ুয়া পদ্ধতি' অন্যতম।

(iv) **শৃঙ্খলা (Discipline)** : বৌদ্ধ শিক্ষা মূলত গড়ে উঠেছিল 'বৌদ্ধবিহার'-এ এবং 'বৌদ্ধমঠ'-এ। এই দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঝে শিশু তার প্রাথমিক শিক্ষা ও পরবর্তী শিক্ষা অর্জন করত, যেখানে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন ব্রতের জন্য প্রস্তুত করা হয়। কারণ, বৌদ্ধজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই মায়া মোহ থেকে নিবারণের উত্তম পথ হল কঠোর শৃঙ্খলা। যা তাকে জীবনের দুঃখ চক্র থেকে মুক্তি দিয়ে মোক্ষ পথের দিকে নিয়ে যাবে।

(v) **শিক্ষক (Teacher)** : শিক্ষক আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের পথিক হবেন। তিনি হবেন সত্য জ্ঞানে পরিপূর্ণ ও মঠ ভিক্ষুক। শিক্ষক মানসিকভাবে দৃঢ়, জাগতিক মায়া ও মোহ থেকে মুক্ত হবেন। যথাসম্ভব তিনি শিক্ষার্থীকে এক কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে গড়ে তুলবেন।

(vi) **শিক্ষার্থী (Student)** : শিক্ষার্থী হবে গুরুর অনুসরণকারী। গুরুর অবমাননা তার কাছ থেকে কাম্য নয়। শিক্ষার্থী গুরুর 'দশ শিক্ষা পাদনী' অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থী

কাছেও গুরুর ন্যায় গুণ, পিতৃতুল্য ভক্তি কাম্য। শিক্ষার্থীর ধর্ম হবে—

"বুদ্ধম শরণম গচ্ছামি
ধম্মম শরণম গচ্ছামি
সংঘম শরণম গচ্ছামি"

2.3.8 বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Buddhist Philosophy in Present Education System)

শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথকভাবে যেমন বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায়, তেমনি সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই দর্শনের একাধিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যায়। এই দর্শনের একাধিক প্রভাব বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

তৎকালীন সময়ের জাতিভেদ, সামাজিক বৈষম্যতা ও জীবনের সমস্যার সমাধানস্বরূপ বৌদ্ধ দর্শনের আবির্ভাব। বৌদ্ধ দর্শন যে কেবল জীবন মুক্তি, মোক্ষ দর্শনের উপায় মাত্র, তা নয়। বৌদ্ধ দর্শন মানবজীবনকে সুখকর শান্তি চিত্তের খোঁজ ও দিশা প্রদান করেছিল। সার্বিকভাবে এই দর্শনের যে সকল শিক্ষাগত তাৎপর্য (Significance) আমরা উপলব্ধি করতে পারি তা হল—

1. বৌদ্ধ দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৌদ্ধ মূল্যবিদ্যা ও নীতিতত্ত্ব। বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বে মূলত চারটি আর্যসত্য এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ নীতি দর্শনের সামাজিক ও শিক্ষাগত তাৎপর্য অপরিসীম। এই নীতি দর্শন একাধিক মানবিক ও নৈতিক গুণ, যেমন—অহিংসা, সত্যভাষণ, তপস্যা, সৎপথে জীবিকা নির্বাহ, মানবিকতা, জনকল্যাণ, মৈত্রী, করুণা, ব্রহ্মচর্য, সর্বজীবে প্রেম, সামাজিক মানুষের নৈতিক কর্তব্য, মনোযোগ, সকলের জন্য শুভ কামনা, নিরাসক্তি, আনন্দময় অবস্থা ইত্যাদি যা শুভ, যা সুন্দর, যা সত্য, যা ন্যায় সেই আদর্শের প্রচার করেছে। এই আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন ও নৈতিক সমাজ গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সমস্ত আদর্শ যদি গড়ে তুলতে পারি, তবে সামাজিক জীবনে যে নৈতিক অবমূল্যায়ন ও মূল্যবোধের সংকট দেখা দিয়েছে তা দূর হতে পারে এবং একটি আদর্শ নৈতিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে। বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের শিক্ষাগত মূল্য ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা এখানেই। এ ছাড়া প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি হল অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রধান তিনটি অংশ। বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বে এই তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিশেষত এই তিনটি মার্গের অনুসরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

2. বৌদ্ধ দর্শন হল গণতান্ত্রিক দর্শন। এই দর্শনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরপেক্ষে সকলে সমান। এখানে বর্ণবৈষম্যের কোনো স্থান নেই। তাই বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গণমুখী ও জনকল্যাণকামী। সর্বপ্রথম এই দর্শনেই গণমুখী শিক্ষার কথা ঘোষণা করা হয়; আধুনিক শিক্ষায় তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আজও আমাদের লক্ষ্য হল সকলের জন্য শিক্ষা (Education for All)। এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ভারত সরকার সর্বশিক্ষা অভিযানের অবতারণা করেন। অর্থাৎ সকলের জন্য শিক্ষা—এই ভাবনার মূল বীজ নিহিত ছিল বৌদ্ধ দর্শনে। এ ছাড়া আধুনিক সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল গণতান্ত্রিক আদর্শ, যার প্রাথমিক প্রতিফলন ঘটেছিল বৌদ্ধদর্শনে।
3. বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী ও উপযোগিতাবাদী। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রয়োগবাদী। তাঁর মতে জীবনের সঙ্গে যুক্ত সমস্যা হল বাস্তব সমস্যা। তাই তত্ত্ব আলোচনা অপেক্ষা মানুষের দুঃখ মুক্তি বা বাস্তব জীবন সমস্যা সমাধানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর লক্ষ্য ছিল অলৌকিক ভাবনা বা তত্ত্ব আলোচনা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের সক্রিয় কর্ম প্রচেষ্টার ওপর জোর দেওয়া, যা ব্যক্তিকে স্বনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে। নিঃসন্দেহে আধুনিক শিক্ষাজগতে এর মূল্য বা প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম।
4. বুদ্ধদেব মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিকটিকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি তার ব্যাবহারিক দিকের প্রতিও সমান জোর দিয়েছিলেন। তাই বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পেয়েছিল ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ এবং মানব জীবনমুখী ব্যাবহারিক পাঠ্যক্রম। আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনা করার ক্ষেত্রে এই নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।
5. আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকল্যাণ ও সমাজকল্যাণ। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যক্তির ও সমাজের চাহিদার সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়, আর এই ভাবনার মূল নিহিত ছিল বৌদ্ধ দর্শনে। মানবতাবাদী বৌদ্ধ দর্শনে ব্যক্তি ও সমাজকল্যাণকে সমন্বিত করার কথা প্রথম ঘোষিত হয়।
6. বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব শিক্ষার দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ বা প্রমাণ হল একমাত্র জ্ঞান লাভের উৎস। আধুনিক শিক্ষা মনস্তত্ত্ব এই প্রত্যক্ষণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ছে। আধুনিক মনস্তত্ত্বের জগতে বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে মনের ক্ষুদ্র বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বে মনের স্বরূপ, মনের সাহায্যে কীভাবে জানা যায়, মনের নানা গুণ (ভালো-মন্দ, সার্বজনীন ও বিশেষ) ইত্যাদি বিষয়গুলি গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে, যা বর্তমানে খুবই উপযোগী। জার্মান

দার্শনিক **ফ্রেডারিক হার্বার্ট** মনের একটি গুণের কথা বলেছেন যার কথা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন। মনের এই গুণটি হল সংপ্রত্যক্ষ (Apperception), বুদ্ধদেব যাঁর নাম দিয়েছেন যবন। যার অর্থ হল পুরোনো জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের মিলন। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে শিক্ষক-শিক্ষণ পরিকল্পনায় এই যবন এবং সংপ্রত্যক্ষণের একটি সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। তাই এটি যথেষ্ট গুরুত্বপর্ণ।

7. বৌদ্ধ দর্শনে কর্মবাদ তত্ত্ব শিক্ষার দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ মতে, অতীত জীবনের কর্মফলের দ্বারা বর্তমান জীবন এবং বর্তমান জীবনের কর্মফলের দ্বারা পরবর্তী জীবন নির্ধারিত হয়। বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে পাপপুণ্য হল মানুষের জীবনের কর্মফলের পরিণাম। পাপই দুঃখ। পুণ্যাত্মার সুখের মূল কারণ হল কর্মফল। আত্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যোগের ফলে কেউ ধনী, কেউ দুঃখী, কেউ সুখী, কেউ অজ্ঞানী, কেউ জ্ঞানী। জগতের যাবতীয় বৈচিত্র্যের মূলে মানুষের কর্মফল। মানুষ তার ইচ্ছার দ্বারা, কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ইত্যাদিকে দূর ও জয় করতে পারে। সুতরাং কর্মবাদ তত্ত্বের শিক্ষামূলক গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষকমহাশয় যদি শিক্ষার্থীদের কর্মবাদ অনুযায়ী পরিচালিত করেন তবে প্রত্যেকে তাদের জীনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনায়াসে পারবে। কর্মবাদ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভের পর কোনো শিক্ষার্থী অদৃষ্টের কাছে জীবন সঁপে দিয়ে অলসভাবে বসে থাকতে পারে না।

8. বৌদ্ধ দর্শনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ, কার্যকারণ সম্পর্ক আলোচনা। বুদ্ধের মতে, কোনো বিষয় সৃষ্টির মূলে কোনো-না-কোনো কারণ থাকবে। বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জীবন এক এক অবিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ, এদের মধ্যে কোনো ছেদ নেই। মানুষের অতীত জীবনের কর্মফল আর বর্তমান জীবনের কর্মপ্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ জীবন। বুদ্ধ ঘোষণা করেন মানুষ হল তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। বুদ্ধের এই ঘোষণার শিক্ষামূলক তাৎপর্য অপরিসীম। এটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করার পর কোনো ব্যক্তি অদৃষ্টবাদী হয় না। বর্তমান যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের হতাশা বা নৈরাশ্য দেখা যায়, এটি হল ভ্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফল। যদি শিক্ষক ও শিক্ষিকা সফলতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যে তারাই তাদের ভাগ্য নির্মাতা, তাহলে সমগ্র সমাজ ছেয়ে যাবে সুনাগরিকের দ্বারা, যারা নিজেদের এবং অন্যদের সফলভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হবে। এইভাবে মানবসমাজ বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে এবং দুর্ভিক্ষ, নৈরাশ্য,

বেকারত্ব, হতাশা, নিরাশা, অকালমৃত্যু ইত্যাদি যেসব সমস্যায় আধুনিক সমাজ জর্জরিত তা দূরীভূত হবে।

9. বৌদ্ধ দর্শনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বোধিসত্ত্ব লাভ (Highest Spiritual States)। যে-কোনো ব্যক্তির কাছে বোধিসত্ত্ব হল সর্বোচ্চ জ্ঞান (Highest Ideas)। বোধিসত্ত্বের অর্থ হল জ্ঞানলাভ। বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী ব্যক্তির জীবনে চরমতম লক্ষ্য হল বোধিসত্ত্ব লাভ। বোধিসত্ত্বের উদ্দেশ্য হল সমাজসেবা বা জনকল্যাণার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করা। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণ হল ব্যক্তির লক্ষ্য। বোধিসত্ত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবে মানব প্রেম, করুণা ও মানবকল্যাণের আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বোধিসত্ত্ব লাভে সহায়তা করা। এটি যদি সম্ভব হয় তাহলে পৃথিবীতে দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, যন্ত্রণা বলে কিছু থাকবে না। কারণ বোধিপ্রাপ্ত মানুষ পরের দুঃখ-কষ্ট, দরিদ্রতা, অজ্ঞতাকে নিজের দুঃখকষ্ট বলে মনে করেন এবং তা দূর করার জন্য চেষ্টা করেন। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বৌদ্ধদর্শনের বোধিসত্ত্বর আদর্শকে গুরুত্ব দিয়ে যদি এই আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করা যায়, তবে পৃথিবীতে স্বর্গের ন্যায় শান্তি বিরাজ করবে।

10. বৌদ্ধ দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শূন্যবাদ। শূন্যবাদের মূল লক্ষ্য হল 'To attain salvation and freedom from worldly fabrication' অর্থাৎ জাগতিক মিথ্যাভাষণ ও মায়াজাল থেকে মুক্তি লাভ। আমরা প্রকৃত শিক্ষা বলতে বুঝি 'That which provide deliverance'—সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে অর্থাৎ যা আমাদের মুক্তি দেয় বা উদ্ধার করে। সুতরাং বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যতত্ত্বে শিক্ষার এই মহৎ আদর্শ ও প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে। তাই এর শিক্ষামূলক তাৎপর্য অপরিসীম।

11. এ ছাড়া বুদ্ধের বিহারভিত্তিক শিক্ষাদর্শন, শিক্ষাপদ্ধতি, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য, জীবনকেন্দ্রিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম, বৌদ্ধ দর্শনের গণতান্ত্রিক ও মানবিক ভাবধারা, বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি আধুনিক শিক্ষাজগতে খুবই প্রাসঙ্গিক। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সর্বোপরি বুদ্ধদেব আমাদের জন্য অহিংসা, প্রেম, মৈত্রী, করুণা, নৈতিকতা, চরিত্র গঠন ও মানবকল্যাণের যে আদর্শ ও বাণী রেখে গেছেন তা সর্বকালে ও সর্বযুগে সার্বজনীনভাবে ভারতবাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে কাম্য ও পাথেয়। আর এই কারণেই বৌদ্ধ দর্শন আমাদের কাছে আজও প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যতে এর প্রাসঙ্গিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

উপসংহারে বলা যায় যে, আমরা যদি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সমস্ত আদর্শ গড়ে তুলতে পারি, তবে সামাজিক জীবনে যে নৈতিক অবমূল্যায়ন, মূল্যবোধের সংকট দেখা দিয়েছে তা দূরীভূত হতে পারে। মানুষের আচরণের নৈতিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং একটি আদর্শ নীতিনিষ্ঠ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের শিক্ষাগত মূল্য ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা এখানেই। এ ছাড়া প্রজ্ঞা (Right knowledge), শীল (Right conduct) ও সমাধি হল অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রধান তিনটি অঙ্গ এবং বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বে এই তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিশেষত এই তিনটি মার্গের অনুসরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার চরম লক্ষ্যে (চরিত্র গঠন) পৌঁছানো সম্ভব। সর্বোপরি এখানে শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের জন্য আত্মপ্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং শিক্ষায় সাম্যবাদ তথা সমসুযোগ বা সম অধিকারের বার্তা প্রচারিত হয়েছে।

একনজরে :	**বৌদ্ধ দর্শন ও শিক্ষা**	
সাধারণ তথ্য	মূল প্রবক্তা	গৌতম বুদ্ধ
	অন্যান্য প্রবক্তা	অনিরুদ্ধ, সাখ্যমুনি, আনন্দ, উপালি
	আরম্ভ কাল	550 খ্রিস্টপূর্বাব্দ
	গুরুত্ব প্রদান	নির্বান ও মোক্ষ
	দার্শনিক ধরন	নাস্তিক দর্শন
	উৎস গ্রন্থ	ত্রিপিটক
শিক্ষাগত তথ্য	শিক্ষার লক্ষ্য	চরিত্রের, ব্যক্তিত্বের, নৈতিকতার বিকাশসাধন
	পাঠক্রম	নৈতিক শিক্ষা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্ম শিক্ষা
	শিক্ষাপদ্ধতি	তর্ক, স্ব-অনুশীলন, বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি
	শৃঙ্খলা	কঠোর শৃঙ্খলা (শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য)
	শিক্ষার্থী	সত্য অনুসরণকারী, নৈতিক ও নিয়মানুবর্তী
	শিক্ষক	চতুর আর্যসত্যের জ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসারী
দার্শনিক তথ্য	অধিবিদ্যা	ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, বস্তুবাদী
	জ্ঞানতত্ত্ব	বৈভাষিক, সদার্থক
	মূল্যবিদ্যা	চার আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ